ডায়মণ্ড কমিকস্‌
DB-231 Rs. 10.00
আশিক
প্রাণ আশিক
চাচা চৌধুরী টোকিওতে
FREE inside
Big Babol
COMIC
WITH THIS ISSUE

The heart throb of millions of comic strip lovers, cartoonist Pran was born in a small town, Kasur, now in Pakistan. After completing his M.A. in Pol.Sc. and studying Fine Arts, he started his cartooning career in 1960 from Daily Milap.

During those days foreign comics were being published all over the country. Young Pran created comics having Indian characters and on local themes. His characters CHACHA CHAUDHARY, SABU, SHRIMATIJI, PINKI, BILLOO and RAMAN have become phenomenal success one after the other.

Winner of the People of the Year Award 1995, instituted by Limca Book of Records, his two episodes of CHACHA CHAUDHARY series have been acquired by International Museum of Cartoon Art, USA. In 1983 Prime Minister Mrs. Indira Gandhi released his comic book, 'Raman - United We Stand.'

The reason for the popularity of Pran's characters is that they present simple and straight humour which directly tickles the laughter nerve of the reader.

Publisher

তোমাকে ধরে ফেলেছি

এবার তুমি চিত্!

হুররে – জাতীয় চ্যাম্পিয়ন!
দেশের হিরো!

SONY
FUJI
চাচাজী! টোকিও হচ্ছে এশিয়ার সমৃদ্ধ শহরের অন্যতম!

জানি! এটা হচ্ছে জাপানী-দের কড়া মেহনত এবং আর্থিক স্বচ্ছলতার ফল!

একটু দূরে—
অনা! আই লভ য়ু!
ওমিরো! আমিও তোমাকে ভালবাসি!

এসো, আমরা বিয়ে করে নিই!
আমি আমার মায়ের সাথে কথা বলব!

অনা! তুমি আমাকে ছাড়া আর কাউকে বিয়ে করতে পার না!
বিয়ে করলে আমি ওমিরোকেই করব!

মার মত
চ্যাম্পিয়নের সামনে ওমিরোতো একটা ছুঁচো?

আমি ওকে পিঁপড়ের মত টিপে মারব!
না! ওহো, ছেড়ে দাও ওকে!

ঠিক আছে, একে ছেড়ে দিচ্ছি! কিন্তু অনা, তোমাকে আমার সঙ্গে যেতে হবে!

বাড়ীর মধ্যে ঢুকে পড়, ঊর্মিলা!

বন্ধ দরজা আমাকে আটকাতে পারবে না!

দড়াম!

তোমাকে আমি এক দিন সময় দিচ্ছি! আমাকে বিয়ে করতে রাজী না হলে তোমাকে আমি তুলে নিয়ে যাব!
আমাকে ভাবতে দাও!

একটা না একটা রাস্তা ঠিকই খুঁজে নেব। ভারত থেকে চাচা চৌধুরী এখানে এসেছেন। উনার সাহায্য নেব!

চাচা চৌধুরী! গুণ্ডা পালোয়ান আমাকে অপহরণ করতে চায়। আপনি আমাকে সাহায্য করুন।
গুণ্ডা তোমার স্যান্ডেলও নিয়ে যেতে পারবে না!

গুণ্ডা সাংঘাতিক লোক! গোটা শহর ওর নামে কাঁপে! এই মামলায় নিজেকে জড়াবেন না!
আমি থাকতে কোন মহিলার উপর অন্যায় হতে দেব না!

এসো, দেখি!

পরের দিন!
গুণ্ডারাম! ওনার সুরক্ষার ভার আমি নিয়েছি! এই বাড়ীর ধারে-কাছেও এসো না!
হো! হো!! ছুঁচো আমাকে চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছে?

তুমি হাতী মতে পার! কিন্তু এই খোঁটা আমাকে বাঁচাবে!
হো! হো!! আয় তোকেসুদ্ধ শেষ করি!

খটাক!

খটাক
আউ উ উ!

উঁ উঁ উঁ-- আমার মাথা!

হুঁ! তোমার মত পালোয়া-নের মাথায় আলু! অবিশ্বাস্য!
এসব এক ভারতীয় ছুঁচোর জন্য হয়েছে!

ওকে আমি শেষ করে ফেলব!

না! ও হচ্ছে চাচা চৌধুরী! চালাকিতে ওকে কেউ মাত করতে পারে না!
কিন্তু ওনাকে ছাড়া আমিও বাঁচব না!

বুদ্ধি দিয়ে বুদ্ধির সঙ্গে লড়তে হবে! আমি চাচা চৌধুরীকে ওনার থেকে দূরে সরিয়ে নিচ্ছি! তুমি ওনা সুন্দরীকে নিয়ে কেটে পড়!
ঠিক আছে তাও!

আমার নমস্কার গ্রহণ করুন! জাপানে এসে নুডলস্ না খেলে জাপান আসাই ব্যর্থ! আমার সঙ্গে চলুন আর সুস্বাদু নুডলসের আনন্দ উঠান!

এই সুযোগ!
আপনার অতিথি হতে পেরে আমি গর্বিত!

?
ওদের কাছেও এসো না!
ওকে নিয়েছি আমি নজর। তার জন্য তোমাকে মারতে মরলেও মারব!

এখানে এসে মস্ত ভুল করেছ তুমি!
ধড়াক!

তোকে আমি গলা টিপে শেষ করে দেব!

আগে এদিকে এসো!
আর র র র!

ধড়াম!

তুমি যাও! একে আর ভয় পাওয়ার কিছু নেই!
ধন্যবাদ, স্যার!

ওহো হ! আমার কোমর!

নুডলস্ এর জন্য ধন্যবাদ!

হাও! তোমার বিয়ে কত দূর?
যতদিন না কোমরের ভাঙা হাড় ঠিক হচ্ছে ততদিন বিয়ে করব না!

গাগোলের চাল

ধমাকা সিং! তুমি যে টাকা ধার নিয়েছিলে, তার সুদ দিলে না?

গাগোল! ধান্দা ভাল চলছে না! আর কিছু দিন সময় দাও!

ওকে আমি তোমার রাস্তা থেকে হটিয়ে দিচ্ছি। কিন্তু শর্ত হল, তুমি ধার মিটিয়ে দেব!

রাজী আছি। ডাকাতি করে যা পাব, তোমাকে সব দিয়ে দেব!

তুমি চৌধুরীকে উত্তর-পশ্চিম পর্বত মালার কাছে নিয়ে যাও। বাকী কাজ আমার!
ঠিক আছে!

ওদিকে-
চাচাজী! কত দূর পর্যন্ত পর্যন্ত জগিং করতে হবে?
বেশী দূর নয়, সাবু! বেশী ব্যায়াম করলে খিদে প্রচন্ড পায়, বিনী রোগ তৈয়ের।

আহা হ! শহরে প্রদূষন বেড়ে চলেছে!
যা বলেছ!

চাচা চৌধুরী! উত্তর-পশ্চিম পর্বত মালায় তাজা হাওয়া পাবেন! ওখানে যাচ্ছেন না কেন?

ও ঠিক বলেছে! চলো ওখানে যাই!

এখানে জগিং করে অনেক মজা পাব!
আমাদের ফুসফুস তাজা হয়ে উঠবে!

তুমি কাঁদছ কেন?
আমার ছাগল ঐ গুহার ঢুকে গেছে! ও বেরোচ্ছে না!

সাবু! এসো, ওর ছাগলটাকে খুঁজে বাইরে নিয়ে আসি!

গোটা গুহা খুঁজে নিয়েছি। ছাগলের নাম গন্ধও নেই!
হয়তো ঐ লোকটা আমাদের বোকা বানিয়েছে!

পাথরটাকে ধাক্কা মারো!

ওটা নীচে পড়ছে!

হুররে! পাথরটা গুহার মুখ বন্ধ করে দিয়েছে!
শাবাশ, সাগাল!

চাচা চৌধুরী আর ওর সাথী বন্ধ গুহায় খিদে-তেষ্টায় ছটফট করে মরবে!
এবার আমি বিনা বাধায় কাজ করতে পারব!

আমরা দুর্দশায় পড়েছি!
বাবু! বেরোবার রাস্তা ঠিকই পাওয়া যাবে!

ঐ ফাটলটা দিয়ে আলো আসছে! ওখানকার পাথর পাতলা!

হু - হুরা!

কড়ড়ড়মম!
ওরা পাহাড় ফুঁড়ে বেরিয়ে এসেছে!

এসো, বাবু! তিনি আবার দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছে হয়তো।

নোট ভর্তি ব্যাগ

নিন, পুরো এক লাখ টাকা!

ক্যাশ

ধন্যবাদ ম্যাডাম!

এ্যাঁ?? পুলের ওপর ট্রাক আড়াআড়িভাবে দাঁড়িয়ে?
প্যোঁ-প্যোঁ!!

চিন্তা করবেন না। আমি সামনের চৌকিতে ট্রাক নম্বর জানিয়ে দিচ্ছি। পুলিশ ওকে ধরে ফেলবে।

গোগো! সামনে চৌকি রয়েছে। পুলিশ আটকাতে পারে।
রাবো! ব্যাগটা আমরা রাস্তাতেই পুঁতে ফেলছি।

বিপদ কেটে গেলে ব্যাগ বার করে নেব।
ঠিক আছে।
এখানে যে টাকা পোঁতা আছে, আমরা ছাড়া কেউ জানে না।

পুলিশ
রাহিম! ট্রাক নং ৫৭৩৩৪ আসছে। ওটার তল্লাশী নাও।

স্যার! আমি ট্রাকের প্রতিটা কোন দেখেছি। টাকার ব্যাগ পাইনি।
যেতে দাও একে।

হো! হো!!
ওগো! তুমি অতুলনীয়!

ঐ ট্রাকে কোন ব্যাগ ছিল না! আর কোন সূত্র?
কনস্টেবল! চোরের মুখ ঢাকা ছিল, কিন্তু ও লাল পাগড়ী পরে ছিল।

লাল পাগড়ী?--- ব্যস্, যথেষ্ঠ!

চাচা চৌধুরী! একটা চুরির ব্যাপারে আপনার সঙ্গে কথা ছিল।
ইঁদুর এসেছে বেড়ালের সঙ্গে পাঞ্জা লড়তে।

পরের দিন সকালে—
সুসংবাদ! আমাদের জায়গায় অন্য কেউ ধরা পড়েছে!
চাচা চৌধুরী গ্রেপ্তার
এক লাখ টাকা চুরি

আর কোন বিপদ নেই! এবার নোট ভর্তি ব্যাগ বের করে নিই।

বাঃ! দারুণ!

ওটা এখানেই পোঁতা ছিল।
মাটি খোঁড়!

ব্যাগটা এদিকে দাও!
তুমি?? তুমি তো গ্রেপ্তার হয়ে ছিলে?
চুরির টাকা তুমি কোথায় লুকিয়েছ, সেটা জানতে ঐ খবরটা আমিই কাগজে ছাপিয়েছিলাম।☼
☼ চাচা চৌধুরীর মগজ কমপ্যুটারের চেয়েও প্রখর।

তোমরা বাড়ী থেকে বেরোনমাত্র আমরা তোমাদের পেছু নিয়েছি।

তোমরা সবাই এবার মরবে।

আউ উ!

চল! এবার কিছুদিন শ্রীঘরের হাওয়া খাও।

বেগম নুরজাহানের অলঙ্কার

বিয়ামা! আমরা এখানে কেন এসেছি?

টিব! এটা একটা মিউজিয়াম। এখানে বহুমূল্য অলঙ্কার রাখা আছে।

লাফাও!

এই সিঁড়ি সোজা সেই ঘরে গেছে, যেখানে বেগম নুরজাহানের বহুমূল্য অলঙ্কার রাখা আছে।

ঐ যে আমাদের ভবিষ্যত!

ক্র্যাক!

বিয়াম্মা! আমরা থলে তো আনিনি। এত অলঙ্কার নিয়ে যাব কি করে? গেটের গার্ড দেখে নিলে ঝামেলা পাকাবে।

এমন ভাবে এসব নিয়ে যাব যে, কেউ সন্দেহ করতে পারবে না। এর আগে আমি জাদুকর ছিলাম।

"আর আমার একটা খেলা ছিল তলোয়ার খেলা।"

আমি এই সব গয়না নিজের পেটে পুরে নিচ্ছি।

যখন বিপদ কেটে যাবে, তখন গয়না বের করে নেব।
চল, যাই!

তোমরা কোত্থেকে এলে?
কেন? মিউজিয়ামের জিনিস দেখা কি অপরাধ? ওসব জনতার জন্যই রাখা আছে।
© PRAN'S FEATURES

আমার সন্দেহ হচ্ছে।
ভেতরে গিয়ে দেখি।

অ্যাঁ?? বেগম নুরজাহানের অলঙ্কার গায়েব?

দাঁড়াও! নয়তো গুলি চালাব।

মিউজিয়ামে চুরি হয়েছে —
তোমাদের তল্লাশী নেব।

দেখো! আমাদের কাছে কিছু নেই।
আমরা ভদ্রলোক!
তাহলে ওগুলো গেল কোথায়?

তোমাদের চাচা চৌধুরীর কাছে যেতে হবে।

চাচাজী! মিউজিয়ামে গয়না চুরি হয়েছে। কিন্তু তল্লাশীতে এদের কাছে কিছুই পাওয়া যায়নি।
এ তো বিখ্যাত জাদুকর বিয়ামা। আমি এর খেলা দেখেছি।
হ্যাঁ! আমি ভদ্রলোক।

তোমার খেলা দেখে সাবু খুবই প্রভাবিত হয়েছে। ও তোমার প্রশংসা করতে চায় পিঠে চাপড় মেরে।
আমার কোন আপত্তি নেই।

অররর! এ কি?
আমি এইভাবেই পিঠে চাপড় মারি।

রেডী?

ধপাক্।

ধপাক্!

আরও??
না, সব গয়না বেরিয়ে এসেছে।

চাচা চৌধুরী! এই ছুরীটা মিউজিয়ামের নয়।

ও এটা নিজের পেটে এজন্য রেখেছিল, যাতে ফল-সব্জী কাটার সময় ছুরী খুঁজতে না হয়।
চাচা চৌধুরীর মগজ কম্প্যুটারের চেয়েও প্রখর।

দুধ আর জল

রাজলক্ষ্মী দেবী। আপনার এখানে এসে দুধ নেবার কি দরকার? গোয়ালাকে বললেই ও দুধ পৌঁছে দিত।

আচ্ছা, চলি। আবার দেখা হবে।
HOTEL

দুধটা ফ্রীজে রেখে দিই।

বৌদিমনি ফ্রীজে দুধ রেখেছে। অর্ধেক দুধ আমি মেরে দিই।

বৌদিমনির মত আমারও ভাল স্বাস্থ্য হয়ে পড়বে।

এবার দুধে জল মিশিয়ে আগের মত করে দিই।
© PRAN'S FEATURES

দুধের পাত্র আবার ফ্রীজে রেখে দিই। কেউ জানতে পারবে না।

ভীখু! আমার দুধ খাওয়ার সময় হয়ে গেছে।
শম্ভু কাকা! আমি কাজে ব্যস্ত। তুমি বৌদিমণিকে দুধ দিয়ে এসো।
আচ্ছা, ভীখু!

উফ্!! ভেজাল দুধ?
কিন্তু বৌদিমণি, আমি সোজা ফ্রীজ থেকে দুধ বের করে এনেছি।

তোমাদের মধ্যে দুধে জল কে মিশিয়েছে?
আমি না!
হয়তো মোষ বেশী জল খেয়ে নিয়েছিল, তাই দুধ পাতলা হয়ে গেছে।

পরের দিন —
আমি দুধে মুখ দিয়েই বুঝেছি, দুধে আজ জল মেশানো হয়েছে।
কিন্তু আমি কিছুই মেশাইনি।
আমিও না।

তৃতীয় দিন—
রাজলক্ষী দেবী! তোমার দুধ খাওয়ার শখের তুলনা নেই।
কিন্তু চাচা চৌধুরী! আজকাল আমি খাঁটি দুধ পাচ্ছি না।

কেউ চুরি করে দুধ খেয়ে বাকী দুধে জল মিশিয়ে দেয়।

কে জানে, কার কাজ এটা?
দুধ ফ্রীজে আমি রাখব।

দুধ ফুটতে শুরু করেছে।

এবার এটাকে ফ্রীজে রাখি।

পরে–
আশেপাশে কেউ নেই। দুধ খাওয়া যাক।

আহা! ঐ যে দুধ!

ঈঈঈঈ! গরম দুধ গায়ে পড়েছে।

ঐ যে চোর! স্টীলের পাত্র গরম হওয়ায় ওর হাত থেকে পড়ে গেছে।

কিন্তু ফ্রীজে রাখা সত্ত্বেও দুধ ঠাণ্ডা হয়নি কেন?
আমি ফ্রীজের কানেকশন বন্ধ করে দিয়েছিলাম।

জাহাজ

চাচাজী! সমুদ্রে স্নান
করার মজাই আলাদা।

আজ ছুটীর দিন
এখানেই কাটানো যাক।

সমুদ্রে একটা জাহাজ দ্রুত
ছুটে আসছে।

ক্যাপ্টেন! আবহাওয়াটা ভালই!
হ্যাঁ, কিন্তু সাবধান! অন্য জাহাজও
এই সমুদ্রে
রয়েছে।

আরে ক্যাপ্টেন, এটা বড়বাজারের
রাস্তা নয়, যে অন্য জাহাজের সঙ্গে
ধাক্কা লাগবে।

সামনে দেখো! একটা জাহাজ
খুব কাছে এসে গেছে।

ধড়ম!

ওহো হ!
আমাদের জাহাজ ভেঙে গেছে।
বাঁচাও!

চাচাজী, দেখুন! ঐ জাহাজটায় আগুন লেগেছে।
ওর যাত্রীদের বাঁচাতে হবে।

জাহাজের ফায়ার সিস্টেম?
কাজ করছে না।

দমকল বাহিনী এসে গেছে!
FIRE

সমুদ্রে আমাদের গাড়ী কি করে যাবে? ওখানে যেতে স্টীমার লাগবে।
ততক্ষণে জাহাজ পুড়ে ছাই হয়ে যাবে।

আগুনের শিখা ছড়িয়ে পড়ছে।
বাঁচাও!

আপনাদের পাইপটা একটু নিতে পারি?

চাচাজী ঐ আগুন আমরা নেভাব।

আমি পাইপের একটা মুখ জলে ঢুকিয়ে দিয়েছি।

এবার আগুন নিভে যাবে।
বাঁচাও!

আগুন নিভে গেছে। আর বিপদ নেই।

ধন্যবাদ, আবু!

এসো আবু! এবার অন্য আগুন শান্ত করতে হবে।
কোন্ আগুন?
পেটের আগুন। খিদে পেয়েছে।

বিনির হার

গিন্নী! এত দামী হার পরছ কেন?

এমনি! ইচ্ছে হল, তাই।

হা! হা!!
হা! হা!!
?

বিনি! চায়ের সময় হয়ে গেছে।
চা হবে না। চিনি শেষ!

গিয়ে দোকান থেকে চিনি নিয়ে এসো।
আমি যেতে পারব না।

ও আগের ধারের পয়সা চাইবে।

ঠিক আছে। আমিই গিয়ে চিনি নিয়ে আসছি।
বিনে পয়সায় চিনি আনবে কি করে?

আমি বলব যে, দোকানের চিনিকে ইঁদুরের হাত থেকে বাঁচাতে এসেছি।

তুমি চিনি বাঁচাবে কি করে?
যে চিনিটা আমরা চায়ের সঙ্গে খেয়ে নেব, সেটা ইঁদুর কি করে খাবে?

একটু দূর যাবার পর—
বোন! আমার স্বামী আমার ফোটো তুলতে চায়। তুমি কিছুক্ষণের জন্য তোমার সুন্দর হারটা দিতে পারবে ফোটো তোলার জন্য?
নিশ্চয়ই?

ধন্যবাদ! এবার ফোটোয় আমাকে ভাল লাগবে।

ক্লিক!

রীমা! চল, যাই!
অররর! তুমি আমার হার ফেরত দিলে না?

কি বলছ কি? হার যার গলায় থাকে, তারই হয়।

তোমার বাচ্চা আমার কাছে রয়েছে। হার ফেরত না দেওয়া পর্যন্ত্য এ আমার কাছে থাকবে

এই বাচ্চার মা হচ্ছে ও। কিছুক্ষনের জন্য আমি চেয়ে নিয়েছিলাম।
আমার ছেলে!

আহা! দারুন সুগন্ধ!

তোমার এর গন্ধ ভাল লাগলে তুমি এই আতর লাগাতে পার।
ধন্যবাদ!

আমি গলায় আতর লাগিয়ে নিয়েছি। এর গন্ধটা দারুণ।

হঠাৎ-
ওহো হ! গলা চুলকোচ্ছে।
আসলে ওটা ছিল চুলকোনির লোশন। আমার হার ফেরত দিলে চুলকোনি বন্ধের উপায় বলতে পারি।
রাজী আছি।

এই নাও তোমার হার।
বাড়ী গিয়ে নারকেল তেল লাগাও। চুলকোনি বন্ধ হয়ে যাবে।

এখুনি বাড়ী গিয়ে তেল লাগাতে হবে।
আমাকে দোকান থেকে চিনির ব্যবস্থা করতে হবে।

অদ্ভুত
অপহরণ

চাচাজী ! আমি একটু জগিং করে আসছি !

মৃদু-মৃদু হাওয়া চলছে ! চারদিকে সবুজের মেলা !

ধমাকা সিং ! ঐ যে ও আসছে !

সাবু ! আমার এই অস্ত্র হাতীকেও কাত করতে পারে ! চুপচাপ আমার সঙ্গে চল !

হো ! হো !! আজ বড় শিকার পেয়েছি !
© PRAN'S FEATURES

চল ভেতরে!

চাচা চৌধুরীকে টেলিফোন করে বল যে, দশ লাখ টাকা দিয়ে যেন সাবুকে ছাড়িয়ে নিয়ে যায়।

ধমাকা সিং! আমার খিদে পেয়েছে!
চিন্তা কোর না! তুমি ভালো খাবার পাবে। বল কি খাবে?

পঞ্চাশটা রুটী, পাঁচ কিলো চালের ভাত, আট কিলো আলুর তরকারী, চার কিলো ডাল, তিন কিলো দই আর আট কিলো স্যালাড!
এটা কি তোমার এক-দিনের খাবার?
না, সকালের জলখাবার।

আমাদের ক্ষমা কর!!